67

22

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 02 JAN 1993 ... পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৬ ...

সিদ্ধিরগঞ্জে ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষামেলা

।। সালাম জুবায়ের ।।

রাজধানীর পূর্বে মুক্তি সরণি ধরে এগিয়ে গেলে শীতলক্ষ্যা সেতুর পাশে নদীর কোলঘেঁষে সিদ্ধিরগঞ্জ গ্রাম। এক সময় খুব নামডাক ছিল এই এলাকার বিখ্যাত জামদানী শাড়ির জন্য। জামদানী আছে এখনো, কিন্তু সেই খ্যাতি আর নেই। এখন আর খুব একটা আলোচিত এলাকা নয় এই সিদ্ধিরগঞ্জ। কিন্তু গতকাল এই এলাকা যেন হঠাৎ অতীত গৌরব ফিরে পেয়েছিল। সহস্র মানুষের কলকোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছিল সমগ্র এলাকা। দেশে প্রথমবারের মতো বেসরকারী উদ্যোগে সেখানে আয়োজন করা হয়েছে ১০ দিনব্যাপী এক বর্ণাঢ্য শিক্ষা মেলা। শুধু স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আয়োজিত এ শিক্ষা মেলা যাত্রাবাড়ী থেকে মুক্তি সরণির দীর্ঘ এলাকায় তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে।

গতকাল সকালে ব্যতিক্রমধর্মী এই শিক্ষা মেলা উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ এমাজউদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন। সিদ্ধিরগঞ্জ এবং আশপাশের বিভিন্ন স্কুল-কলেজের বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ মানুষকে শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যথার্থ জ্ঞানের বিকাশ এবং বিনোদনের মাধ্যমে দেশের ইতিহাস ঐতিহ্যের পরিচিতি তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে তুলে ধরার প্রত্যাশা নিয়ে এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে বলে মেলার প্রধান সংগঠক মুহম্মদ গিয়াসউদ্দিন অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেন। ডঃ এমাজউদ্দিন আহমেদ তার বক্তৃতায় সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম এই আয়োজনের প্রশংসা করে বলেন, শিক্ষার মূল লক্ষ্য অর্জনের জন্য ছাত্রদের মধ্যে সেবার মনোভাব গড়ে তোলা দরকার। তিনি বলেন, আমরা মনের দিক দিয়ে দরিদ্র নই, কিন্তু যথার্থ পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারছি না বলে আমাদের তরুণ শিক্ষার্থীদের প্রতিভার যথাযথ বিকাশ ঘটছে না। ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন ছাত্র-ছাত্রীদের যথার্থ শিক্ষা দেয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, শুধু সার্টিফিকেট লাভের জন্য শিক্ষা নয় শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশের জন্য শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন।

শিক্ষা মেলার ১০ দিনের কর্মসূচীতে আছে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, শিশু-কিশোরদের সাথে দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও মুক্তিযোদ্ধাদের মতবিনিময়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ইত্যাদি। সিদ্ধিরগঞ্জ রেবতী মোহন উচ্চ বিদ্যালয়ে মেলার মূল প্রাঙ্গণে ৩৭টি স্টল বসানো হয়েছে। এ ছাড়াও আশপাশে বিভিন্ন এলাকায় আরো ১০০টি অস্থায়ী স্টল আছে। এসব স্টলে ঐতিহ্যবাহী জামদানী শাড়ি থেকে শুরু করে কুটির শিল্পজাত পণ্যসামগ্রী প্রদর্শিত হচ্ছে। ১০ই জানুয়ারি পর্যন্ত প্রতিদিন দুপুর ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চলবে প্রদর্শনী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মেলায় প্রবেশপত্র দু' টাকা। এই আয় দিয়ে গঠন করা হবে একটি শিক্ষা ফাউন্ডেশন। ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি দেয়া এই ফাউন্ডেশনের মূল লক্ষ্য।